: বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রাহিম :

খা ন

খাস
মোজাদ্দেদীয়া

মোঃ সোলায়মান
গ্রামঃ-বলরাম পুর,
পোঃ-ইসলাম কাঠি,
তালা.সাতক্ষীরা।

কা যে

খানকায়ে খাছ মোজাদ্দেদিয়া

শাখা—বলরামপুর, সাতক্ষীরা।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ

(ইন্নাল্লাজিনা ইউবায়েয়ুনাকা ইন্নামা
ইউবায়েয়ুনাল্লাহা ইয়াদুল্লাহে ফাওকা আইদিহিম)

ছুরা ফাতাহ্ (কোরয়ান)

অর্থ—হে মোহম্মাদ (স:) নিশ্চয়ই যাহারা (ছাহাবা কেরাম (রা:) আপনার নিকট বাইয়েত গ্রহণ করিতেছে তাহারা যেন আল্লাহর নিকট বাইয়েত করিতেছে। আল্লাহর হাত তাহাদের হাতের উপর। (উহা আপনার হাত নয় আমারি হাত)।

শায়খেনা মোর্শেদেনা হযরত শাহ ছুফি হাকিম আবদুল হাকিম মোজাদ্দেদি (রঃ)

খাদেম--

মোঃ সোলায়মান

গ্রাম ঃ বলরামপুর, ডাকঘর ঃ ইসলামকাটি
উপজেলা ঃ তালা, জিলা ঃ সাতক্ষীরা।

(ডাকটিকিটসহ চিঠি পত্রে যোগাযোগ রাখবেন)

ওরস মোবারক

পবিত্র উরসের তারিখ সমূহঃ

১। ২রা কার্ত্তিক মোর্সেদে মোকাম্মেল হযরত হাকিম আবদুল হাকিম মোজাদ্দেদ (র) এর ওরস সাতক্ষীরা (খুলনা) খানকায় অনুষ্ঠিত হবে।

২। ফাতেহায়ে দোয়াজ দহম (ঈদে মিলাদুন্নবী) অনুষ্ঠিত হবে বয়রা খানকায় (খুলনা)

৩। ২৭শে ছফর দিন গত রাত্রে হযরত মোজাদ্দেদে আলফেছানি (র:) এর উরস মোবারক ১৩, সামছুর রহমান রোড খুলনা, খানকায় অনুষ্ঠিত হবে।

৪। ১০ই রবিউছছানি দিবাগত রাত্রে হযরত বড় পীর সাহেবের উরস ১৩, সামছুর রহমান রোড, খুলনা খানকায় অনুষ্ঠিত হয়।

৫। ৫ই রজব দিনগত রাত্রে হযরত খাজা মইনউদ্দীন চিশতি (র:) এর ওরস ১৩, সামছুর রহমান রোড, খুলনা খানকায়ে অনুষ্ঠিত হবে।

- এ ছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থানে খানকা সমূহের মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।
- প্রত্যেক মুরীদানের উক্ত ওরস সমূহে যোগদান বা শরীক হওয়া কর্তব্য।
- ওরস মোবারকে যোগদান মেয়েদের নিষেধ। ঐ সময় বাড়ীতে তছবী পাঠ, কোরান তেলাওয়াত, দরুদ শরীফ পাঠ ও রাত ৪ টায় মোনাজাতের সময় মোনাজাত ও নির্দেশ মত ছওয়াব রেছানী করিবেন।

পত্র যোগাযোগঃ

চিঠি পত্র ইত্যাদির যোগাযোগ নিম্ন ঠিকানায় করিবেন

খানকায়ে খাছ মোজাদ্দেদীয়া
খাদেম : মো: ছোলায়মান
গ্রাম : বলরামপুর ডাকঘর ইসলামকাটি
উপজেলা : তালা, জেলা : সাতক্ষীরা

সেজ্‌রায়ে তরিকায়ে খাছ মোজাদ্দেদিয়া

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

১। এলাহি বাহোরমতে শফিউল মুজনেবিন রহমাতুল্লিল আলামিন হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ)

২। এলাহি বাহোরমতে আমিরুল মোমেনিন হযরত আবুবক্কর ছিদ্দিক (রাঃ)

৩। এলাহি বাহোরমতে ছাহেবে রাছুলুল্লাহ হযরত ছলমন ফারছি (রাঃ)

৪। এলাহি বাহোরমতে হযরত এমাম কাছেম ইব্‌নে মোহাম্মদ ইব্‌নে আবুবকর ছিদ্দিক (রঃ)

৫। এলাহি বাহোরমতে হযরত এমাম জাফর ছাদেক (রঃ)

৬। এলাহি বাহোরমতে হযরত খাজা বায়েজীদ বোস্তামী (রঃ)

৭। এলাহি বাহোরমতে হযরত খাজা আবুল হাছান খেরকানী (রাঃ)

৮। এলাহি বাহোরমতে হযরত খাজা আবু আলি ফারমেদী (রঃ)

৯। এলাহি বাহোরমতে হযরত খাজা আবু ইউছুফ হামদানী (রঃ)

১০। এলাহি বাহোরমতে হযরত খাজেগানে খাজা আবদুল খালেক গাজদাওয়ানী (রাঃ)

১১। এলাহি বাহোরমতে খাজা আরেফ রেওগারী (রাঃ)

১২। এলাহি বাহোরমতে হযরত খাজা মাহ্‌মুদ ফাগনবী (রাঃ)

১৩। এলাহি বাহোরমতে হযরত খাজা আজিজানে আলি রামেতিনী (রঃ)

১৪। এলাহি বাহোরমতে হযরত খাজা বাবা ছাম্মাছি (রঃ)

১৫। এলাহি বাহোরমতে হযরত ছাইয়েদ আমীর কল্লোল (রঃ)

১৬। এলাহি বাহোরমতে হযরত খাজা খাজেগানে পীর পীরানে ইমামোত্তরিকাতে খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দ (রঃ)

১৭। এলাহি বাহোরমতে হযরত আলাউদ্দিন আত্তার (রঃ)

১৮। এলাহি বাহোরমতে হযরত মাওলানা ইয়াকুব চর্‌খি (রঃ)

১৯। এলাহি বাহোরমতে হযরত খাজা ওবায়দুল্যা আহরার (রঃ)

২০। এলাহি বাহোরমতে হযরত মাওলানা জাহেদ (রঃ)

২১। এলাহি বাহোরমতে হযরত খাজা দরবেশ মোহাম্মদ (রঃ)

২২। এলাহি বাহোরমতে হযরত খাজেগী আমকান্‌গী (রঃ)

২৩। এলাহি বাহোরমতে হযরত বাকী বিল্লাহ (রঃ)

২৪। এলাহি বাহোরমতে হযরত ইমামে রব্বানী মোজাদ্দেদে আলফে সানি এমামুশ শরিয়ত, তরিকত, হকিকত ও মারেফত শায়েখ আহমদ ফারুকী ছেরহিন্দী (রঃ)

২৫। এলাহি বাহেরমতে হযরত খাজা মোহাম্মদ মাছুম (রঃ)

২৬। এলাহি বাহোরমতে হযরত সুলতানুল আওলিয়া শায়েখ ছায়ফুদ্দীন (রঃ)

২৭। এলাহি বাহোরমতে হযরত ছাইয়েদুছ ছায়াদত নূর মোহাম্মদ বদায়ুনী (রঃ)

২৮। এলাহি বাহোরমতে হযরত কায়েমুত্তরিকত আহমদিয়া ছুনানে নবুবিয়া ছামছুদ্দীন হাবিবুল্লাহ মির্জা জানে জানানে মাজহারে শহীদ (রঃ)

২৯। এলাহি বাহোরমতে মোজাদ্দেদ মায়েত ছালাছে আশার নায়েব হযরত খায়রুল বাশার খলিফা খোদা মারুজে শরিয়তে মোস্তফা হযরত শাহ গোলাম আলি আহমদী (রঃ)

৩০। এলাহি বাহোরমতে শাহ্‌ আহম্মদ ছাইয়েদ আহমদী (রঃ)

৩১। এলাহি বাহোরমতে এমামুল আউলিয়া, ছাইয়েদুল আতকিয়া ছাইয়েদেনা, অছিলাতেনা, ফিদ্দারায়েন, হযরত শাহ্ মোহাম্মদ এরশাদ হোছায়েন আহমদী (রঃ)

৩২। এলাহি বাহোরমতে হযরত শাহ্ ছুফী শায়খেনা অছিলাতেনা ফিদ্দারায়েন ওয়া ইমামু মিল্লাতোদ্দীন হযরত মাওলানা হাজী রিয়াছাত আলি খান শাহ্জাহানপুরী (রঃ)

৩৩। এলাহি বাহোরমতে হযরত শাহ্ ছুফী শায়খেনা মোর্শেদেনা এছরার আলি ওরফে আমিনউদ্দিন (রঃ)

৩৪। এলাহি বাহোরমতে ছাইয়েদেনা, শায়খেনা, মোর্শেদেনা মোজাদ্দেদেনা কুতুবে এরশাদ হযরত শাহ্ ছুফী, হাকিম, আবদুল হাকিম, (রঃ) (হানফী) কাদেরী, চিশতী, নকশবন্দী ও মোজাদ্দেদী, রহমত, মহব্বত, ও মারেফাতে, দারিয়ায়ে কামালাতে এছরায়ে যাতেনী, নছিবে আতাকুন, আমিন।

৩৫। এলাহি বাহোরমতে হযরত মোহাম্মদ সোলায়মান (রঃ

তছবির মাথায় দোয়া

একশত বার তছ্বিহ পুরণ হইলে এই দোয়া পড়িতে হইবে। ইয়া এলাহি মাকসুদ মেরা তুহী রেজায়ে তেরী, মুঝ্কো রহমত, মহব্বত ও মারেফাত নাছিবে আতাকুন।

"মোনাজাত"

যে ফরজ নামাজের পরে ছুন্নত নামাজ থাকিবে সেখানে এই মোনাজাত করিয়া পড়িতে হইবে।

আল্লাহুম্মা আন্তাছ ছালামো ওয়ামেন কাছ ছালামতাবারকতা রাব্বানা অতা আলায়তা ইয়াজাল্ জালালে আল একরাম।

* ফাতেহার জন্য খতম শরীফ পড়ার নিয়ম—

দরুদ শরীফ

আল্লাহুম্মা ছাল্লেয়ালা মোহাম্মাদেঁও ওয়ালাআলে মোহাম্মদ বারেক অ ছাল্লিম। একশত বার (১০০)

লা হাওলা অলা কুয়াতা ইল্লাবিল্লাহ। পাঁচশত বার (৫০০)

পুনরায় উপরের দরুদ একশত বার। একবার সুরা ফাতেহা ও তিন বার সুরা একলাছ পড়িয়া হাত উঠাইয়া বখশিষ করিতে হইবে।

ফাতেহা বখশিষের নিয়ম।

ইহা আল্লাহ পরওয়ারদেগার আমি যাহা কিছু পাক কালাম ও খতম শরীফ পড়িলাম ইহার ছওয়াবটুকু রাসুলে মকবুল আহম্মদে মোস্তফা সাল্লোল্লাহ আলাইহে ওয়া ছাল্লামের রূহ পাকে পোঁছাইয়া দেন। চার আছহাবের রূহ পাকে পৌছাইয়া দেন। পাঁচ পঞ্জাতনের রূহ পাকে পৌছাইয়া দেন। কোল অম্বিয়া আলাইহে ছালামের পাক রূহতে পৌছাইয়া দেন। বার ইমামের পাক রূহতে পৌছাইয়া দেন।

খাজা খাজাগণের রূহ পাকে পৌছাইয়া দেন। পীরে দস্তগীর মাহবুবে ছুবহানী, কুতুবে রব্বানী গওছে ছামদানী সুলতানুল আরেফিন হযরত সৈয়দ অব্দুল কাদের জীলানী কদ সরহুল আজীজের রূহ পাকে পৌছাইয়া দেন।

হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ খাজা মুঈনুদ্দীন চীশ্‌তী আজমেরী রূহ পাকে পৌছাইয়া দেন।

হযরত খাজা ইমামুত তরিকত সৈয়দ বাহাউদ্দীন নকশ্‌বন্দ বোখারী মুশকীল কুশার রূহ পাকে পৌছাইয়া দেন।

হযরত খাজা বাকিবিল্লাহ (রঃ) রূহ পাকে পৌছাইয়া দেন।

হযরত খাজা কায়ুমে জামান, আওলাদে ইমামে রব্বানী, মোজাদ্দেদে আল্‌ ফেসানী, শায়েখ আহম্মদ ফারুকী ছেরহিন্দীর রূহ পাকে পৌছাইয়া দেন।

হযরত খাজা মাসুম বিল্লাহ (রঃ) পাক রূহতে পৌছাইয়া দেন। কাদরীয়া, চীশ্‌তীয়া, নকশ্‌বন্দীয়া. মোজাদ্দেদীয়া, এই চার তরীকায় যত গাউস, কুতুব, পীর, ওলী আল্লাহ গুজরে গিয়েছেন সকলের রূহ পাকে পৌছাইয়া দেন।

হযরত শাহ্‌ছুফী শায়খেনা মাওলানা হাজী রিয়াছাত আলী খান শাহ্‌জাহানপুরী (রঃ) রূহ পাকে পৌছইয়া দেন।

হযরত বর ফকীরে আহমদ এছরার আলী ওরফে আমিনউদ্দীন ছাহেব হানাফি (রঃ) রূহ পাকে পৌছাইয়া দেন।

হযরত হাকিম আব্দুল হাকিম মোজাদ্দেদীয়া (রঃ) রূহ পাকে পৌছাইয়া দেন।

তাঁহাদের দোয়ায় ও আমার মোরশেদের অছিলায় আল্লাহ আমার প্রতি ফায়েজ দান করুন।

"মোরাকাবায় বসিবার নিয়ম"

আত্যাহিয়াত দরুদ পড়ার সময় যে রকম বসেন ঠিক সেই রকম বসিবেন। বসিয়া চোখ বন্ধ করেন, যে মোকামে ছবক আছে ঠিক সেই স্থানে খেয়াল রাখিয়া কম পক্ষে ১০ মিনিট চুপ-চাপ বসিয়া থাকিবেন। মোরাকাবা শেষ হইলে মোনাজাত করিয়া উঠিয়া পড়িবেন। মোরাকাবার ভিতর অন্য কোন চিন্তা করিবেন না বা কোন কিছু পড়িবেন না। যদি কিছু মনে আসে তবে দূরে সরাইয়া দিবেন।

"জরুরী আদেশ"

ফজর বাদ ও মাগরেব বাদ ফাতেহা বখশীষ করিয়া মোরাকাবায় বসিবার নিয়ম।

তরিকত পন্থিদের পীরের বিনা আদেশে নফল নামাজ পড়া উচিত নহে।

কোন রকম আমল বা ওঝিফা থাকিলে বাদ দিতে হইবে, যদি পড়িবার বিশেষ প্রয়োজন হয়, তবে পীরের অনুমতি লইতে হইবে।

বে-শরীয়তের পীর ফকীরদের সাথে উঠা-বসা নিষেধ।

পায়খানা পিশাবান্তে কুলুফ ব্যবহার করিতে হইবে।

প্রত্যেক ফরজ নামাজের সময় মাথায় রুমাল কিংবা পাগড়ী ব্যবহার করিতে হইবে।

গান, বাজনা, গজল, কাওয়ালী ইত্যাদি বাদ দিতে হইবে।

যত পারা যায় রছুলের ছুন্নত পালন করিবার চেষ্টা করিবেন।

"তছবীহ পূরণের সময়"

১। মাগরেবের নামাজের পর হইতে পরদিন আছরের নামাজের পূর্ব পর্য্যন্ত এই সময়ের মধ্যে তছবীহ পূরণ করিতে হইবে। সময় পাইলে কালাম পাক ও দরুদ শরীফ পড়িতে পারেন।

২। আছর বাঁদ মাগরিব পর্য্যন্ত "লা হাওলা ওলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" (অগণিত) পড়িবেন।

৩। সকাল সন্ধ্যায় মোরাকাবার পর, সম্ভব হইলে—

(ক) আউজোবে কালেমাতিল্লা হেত্তামাতে মিন শাররে মা খালাক (৩ বার)

(খ) বিছমিল্লাহিল্লাজি লা ইয়াদুররো মাইয়াছমিহি সাইউন ফিল আরদে ওয়ালা ফিছ্ছামায়ে ওহুয়াছ ছামিউল আলিম (৩ বার)

(গ) আল্লাহুমা আল হেমনি রুসদি অয়াইজনি মিন সাররে নাফ্ছি (৭ বার)

(ঘ) আল্লাহুম্মা নাব্বেনি কাবলা আই ইউ নাব্বেয়াল মাওতে (৭ বার)

(ঙ) রাব্বানা লা তোজেগ কুলুবানা বা দা ইজ হাদাইতানা অয়া হাবলানা মেল্লাদুনকা রাহামাতান ইল্লাকা আনতাল ওহাব (৭ বার)

(চ) ইয়া মোকাল্লেবাল কুলুব কাল্লেব কুলুবানা আলা তোয়াতেক আল্লা হুম্মাগ ফেরলি মোহাম্মাদিন।

ছাল্লালাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লামা রাব্বি ইন্নি জালামতো নাফছি ফাগফেরলি (৭ বার)

"ফজর বাদ পাঠ"

১। ছোবহানাল্লাহে ওয়া বেহামদিহি— ১০০ বার

২। ছোবাহানাল্লাহ— ৩৩ বার

৩। আলহামদুলিল্লাহ— ৩৩ বার

৪। আল্লাহু আকবর— ৩৩ বার

৫। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাহুল মুল্‌কো অলাহুল হামদো বেইয়া দিহিল খায়রো ওয়াহুয়া আলাকুল্লে শাইয়েন কাদির (১ একবার)

প্রত্যহ ছুরা ইয়াছিন ৬ বার পাঠ করিলে হাল ভাল হয়।

বেতের নামাজ বাদ—

বসিয়া দুই রাকাত তছ্‌বিতুল বেতের নামাজ পড়িবেন।

নিয়ত—নাওয়ায় তোয়ান উছাল্লিয়া লিল্লাহে তায়ালা রাকয়াতাই ছালাতিল তছ্‌বিতুল বেতের মোতাওয়াজ্জিহান এলা জিহাতিল কা'বাতিশ্‌ শরিফাতে আল্লাহু আকবর।

হজরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী (রহঃ)

২৯২ মকতুবে মুরিদদিগের মোরশেদকে কিরূপ সম্মান করা কর্তব্য তাহার বর্ণনা দিয়াছেন—(মকতুবাত শরীফের আলোকে)।

১। মোরশেদের স্পর্শ মনিতুল্য জানিবে তরিকার অর্থ আদব। পুর্ণ আত্মসমর্পন ভিন্ন কোন লাভ নাই।

২। মোরশেদের সামনে অন্য কাহারো প্রতি লক্ষ্য করিবে না।

৩। অনুমতি ছাড়া কোন প্রকার নফল এবাদাত ও জেকেরাদী করিবে না।

৪। এমন স্থানে দাঁড়াইবে না যাহাতে মোরশেদের ছায়ার উপর পা বা নিজের ছায়া পড়ে।

৫। মোরশেদের জায়নামাজে পা দেবে না।

৬। মোরশেদের উপস্থিতিতে অপরের সহিত কথা বলিবে না বা অপরের প্রতি নজর দেবে না।

৭। মোরশেদের কোন কাজ ভুল মনে হলে তাহা ঠিক মনে করিবে। কারণ তিনি সব কিছুই আল্লার নির্দ্দেশ মতেই করেন।

৮। নামাজ পড়া বা অন্য সকল বিষয়ে মোরশেদের অনুকরণ করিবে।

৯। মোরশেদকে সমালোচনা করা, দোষত্রুটি অনুসন্ধান করা নিজেরই ক্ষতিকর।

১০। কোন কারামত দেখিতে চাহিবে না। ইহাতে নিজের ক্ষতিকর।

১১। মোরশেদের প্রতি কোন সন্দেহ হইলে তাঁহাকে জানাইয়া সমাধান করিয়া লইবে।

১২। স্বপ্নের বা অন্য কোন প্রকার হাল হকিকত মোরশেদ ভিন্ন অন্যকে বলিবে না।

১৩। যাহা কিছু প্রাপ্ত হয় মোরশেদের কাছ থেকে পান ইহাতে গর্ব্বিত হইবে না। বরং কৃতজ্ঞতা রহিবে

১৪। বিনা আদেশে বা প্রয়োজনে মোরশেদের নিকট হইতে কোথাও চলিয়া যাইবে না।

১৫। মোরশেদের কথার উপর জোরে কথা বলিবে না।

১৬। নামাজের কায়দায় না বসিলে এবং ছবকে খেয়াল না রাখিলে ফায়েজ পাওয়া যায় না।

১৭। ছওয়াব রেছানী বা মোনাজাতে কোন প্রকার শব্দ না করিয়া ছবকে খেয়াল করিলে ফায়েজ লাভ হয়।

১৮। মনে রেখ আদব, খেদমত ও মহব্বত ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না।

১। " ইয়া আইয়োহাল্লাজিনা আমানু আত্তাকুল্লাহা অ আবতাগু এলাইহে অছিলাতা অ জাহেদু ফি ছাবিলিহি লায়াল্লাকুম তোফলেহুন "

—মা'য়দা-৩র

অর্থ—হে ঈমানদারগন আল্লার ভয় কর, আর তাঁর নিকটবর্তী হওয়ার জন্য অছিলা তালাস করো এবং সেই পথে জেহাদ করো যেন সফলকাম হতে পার।

২। যে ব্যক্তি তাছাউফ (মারেফাত) শিক্ষা করিয়া আমল করে—পক্ষান্তরে ফিকাহ্ (শরিয়ত) ত্যাগ করে সে ব্যক্তি জিন্দিক (কাফের) এবং যে ব্যক্তি ফিকাহ (শরিয়ত) আমল করে, পক্ষান্তরে তাছাউফ (মারেফাত) ত্যাগ করে সে ব্যক্তি ফাছেক। কিন্তু যে ব্যাক্তি উভয়ই শিক্ষা করিয়া আমল করে তিনি-ই মহাক্কেক দীন হাছেল করিয়াছেন।

--হযরত এমাম মালেক (রহঃ)

৩। " লাচ্ছালাতা ইল্লা বেহুজুরিল কালব "

—হাদিস।

—একাগ্রতা ছাড়া নামাজ কায়েম হয় না।

৪। " আলা যে জেকরিল্লাহে তাৎমায়েন্নাল কুলুব "। (কোরআন)

—আল্লার জেকের কাল্‌ব সমুহ শুদ্ধি হয় বা শান্তি পায়।

★ আমার পরম দয়ালু প্রভুর মোর্শেদ- এমাম বাহোর রতে হযরত মোহাম্মদ মোমায়মান(রঃ)।

সরদার মোঃ আবুল আল মামুন

তরিকতে খাছ মোজাদ্দেদীয়া

বায়াত-২৪শে রমজান ১৪২৪

২০শে নভেম্বর ২০০৩

৩ই অগ্রহায়ন ১৪১০

১) কুলুব

EXTRA PAGE

২. আব্বা হুজুর আমার লতিফা পরিবর্তন করে দিয়েছেন - ১৯ই মার্চ ২০০৪ইং
২৮শে ফাল্গুন ১৪১০ বাংলা
রোজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭:০০টা

ওয়া
হাসবুন আল্লাহু নিয়ামুল অকিল ও নিয়ামুল মাওলা ও নিয়া নিয়াসুল নাসির। প্রত্যহ ১০১ বার

প্রিয়তমা যাহাই করুক উহাই প্রিয়।

হুজুর - তালেবের কালব - আল্লাহ তা'আলার দিকে মুতাওয়াজ্জুহ হওয়ার অবস্থাকে হুজুর বলে।

৩. লতিফা পরিবর্তন - ২৩শে জুন বৃহ: ২০০৫ইং
ছের ১৪ই জমা: আউ: ১৪২৬ আরবী
৯ই আষাঢ় ১৪১২ বাংলা
রোজ বৃহ: বার

৪. লতিফা পরিবর্তন - ১০ই ডিসেম্বর ২০০৫ইং
খফি ৭ই জিলক্বদ ১৪২৬ আরবী
২৬ অগ্রহায়ন ১৪১২ বাং
রোজ শনিবার

৫. লতিফা পরিবর্তন -
আখফা ৯ই মার্চ ২০০৬ইং
৮ই সফর ১৪২৭ হুসি-চাল (কোন)
২৫ ফাল্গুন ১৪১২
রোজ বৃহস্পতি বার

৬. লতিফা পরিবর্তন —

নযুল — ১০ জিলহজ্জ ১৪২৭ হিজরী
১৮ পৌষ ১৪১৩ বাংলা
০১ জানুয়ারী ২০০৭ ইং বেহী
স্থান:- আম্মা হুজুরের বাড়ি
বার সোমবার

৭. লতিফা পরিবর্তন —

১) ১০ মহরম ১৪২৮ হিজরী
১৭ ফাল্গুন ১৪১৩ বাংলা
০১ মার্চ ২০০৭ ইং বেহী
(বার বৃহস্পতিবার)
স্থান - আব্বাজানের বাসভবন

৮
মাটি, পানি, অগ্নি, বায়ু ।।)
১৬ রবিউসসানি ১৪২৮ হিজরী
২৪ বৈশাখ ১৪১৪ বাংলা
০৭ এপ্রিল ২০০৭ ইং বেহী
(বার - শুক্রবার (সপ্তম)
স্থান - বাসা (তালা)

৯. লতিফা পরিবর্তন :- ০৯ আগষ্ট ২০০৭ ইং
২৪ রবব ১৪২৮ হিজরী
২৫ শ্রাবন ১৪১৪ বাংলা
(বার বৃহস্পতিবার)

ফানাফিশা শায়েখ
হাবিবুল্লাহ ইদ্রিস ভাই
কায়-মাহ-উদ্দিন ভাই

নিয়েত :- ফয়েজ আসা হয়ায় উল খাতপাকছে ছুরু বেছু মোবারক জামী হয়ায় জামিও আউয়ুব লোকছানছে মোহতাক সামী ও সামীয়ে ছে ফায়েত কামাল কে উপর লতিফা কুলব সেরে রাওসংস্থে শায়েখকে। - স্থান কুলব - ২৫০০০ বার জিকির (আল্লাহ আল্লাহ)

১০. লতিফা পরিবর্তন – ০৩ জুলাই ২০০৮ ইং

(ফালাফির রসুল)
দায়রা-এ মাইয়েত

রোজ ১২: বার

নিয়েত:- ফরেজ আদায় উহু জাত পাকছে মো ছাত সেবা আওর ~~শুক্র~~ ছাত স্যায় তামাম খল্ক কে আওর মাফছুস হ্যায় উহু আয়াতে কারীমা কা "ওয়া হুয়া মাকুস আয়না মাকুনতুম" উপর লতিফায়ে ~~কলব~~ কলব সেরেকে বাওয়াস্তে পায়খকে।

জিকির =

৭ বার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ – ২ বার মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ – ১০০ দাফা
১৪ " " " – ১ " " " – ১০০ "
২১ " " " – ১ " " " – ৫০ দাফা
৫০ বার " " – ১ " " " – ২৫ "
১০০ " " " – ১ " " " – ১৩ "

কলেমা তৌহিদ – লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লাশারীকালাহু লাহুল মুলকো ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া মিতো ওয়া হুয়া আলা কুল্লেশাইইন কাদির। – প্রতিদিন – ১০০ বার

৩/৭/০৮

⑨ ফানাফির রসুল (দঃ) [দায়রা ১ মাইলের]

নিয়ত — ফজরের আযান হয়ে উঠে জায়নামাজে যে ভাবে বসে আছি ঠিক সেই ভাবে সমস্ত মালিককে অন্তরে মাফলুম হয়ে উঠে আয়াতে করীমা "ওয়া হুয়া মাকুম আইনা মাকুনতুম" উপর লতিফায়ে কলব থেকে বাতিয়াতে শায়খকে।

জিকির ——— স্থান — কলব

৭বার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু — ১বার মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ — ১০০ দানা

১৪ " " " " — ১ " " " — ১০০ "

২১ " " " " — ১ " " " — ৫০ দানা

৫০ " " " " — ১ " " " — ২৫ "

১০০ " " " " — ১ " " " — ১৩ "

কলেমা তৌহিদ — লা ইলাহ ইল্লাল্লাহু অহদাহু লাশারিকালাহু লাহুল মুলকো ওয়ালুহাল হামদু ওয়াইয়া মিতো ওয়া হুয়া আলা কুল্লে শাইয়ীন কাদির — প্রতিদিন ১০০ বার।

⑩ ফানা ফিশ-শায়েখ (দায়রা ১ আহাদিয়া)

নিয়ত — ফজরের আযান হয়ে উঠে জায়নামাজে উঁচু বেঁচে মোরাকাবা জাকীর হয়ে জায়িত আইউব নোকতায়ে মোহতাকে আমিও আমিত্বে ছেফায়েত কামালাতের উপর লতিফা কলব থেকে বাতিয়াতে শায়েখকে।

স্থান — কলব, জিকির — ২৫০০০ লাত জিকির
আল্লাহু, আল্লাহু

৭/৮/০৭